দৈনিক ইনকিলাব

041

তারিখ 05 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

কাগমারী কলেজের সমস্যা

কাগমারী কলেজটি টাংগাইল শহরের অদূরেই ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। কলেজটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর। বরাবরই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলেজটিতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দশটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিভুক্তির (এ্যাফিলিয়েশন) মেয়াদ বৃদ্ধি করেননি। বিভিন্ন বিষয়ে ৬৭টি শিক্ষক পদের মধ্যে বর্তমানে ২৯টি পদই শূন্য রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক আছেন ৩৮ জন মাত্র। গত বছরের ২৩ জানুয়ারী থেকে এই কলেজে অধ্যক্ষ পদ শূন্য। ১৫ জন সহযোগী অধ্যাপকের মধ্যে আছেন মাত্র ৪ জন। ১১টিই শূন্য। সহকারী অধ্যাপকের ১৬টি পদের মধ্যে ৪টি শূন্য। প্রদর্শক ও সিনিয়র ক্যাটালগারের কয়েকটি পদও শূন্য আছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ হতে সমাজ কল্যাণ, ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, আরবী এবং বি, কম (পাস) বিভাগের সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় উক্ত বিষয়সমূহের অধিভুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণের জন্য বারবার আবেদন-নিবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেননি। এছাড়াও এখানে ছাত্রীবাস, ছাত্রাবাস আর শিক্ষকের আবাসিক সংকট রয়েছে।

শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা, ব্যবহারিব যন্ত্রপাতি, খেলার সরঞ্জাম, নিজস্ব পাঠাগার, খেলার উপযুক্ত উপকরণ ও খেলার মাঠের অভাবও এখানে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে বলে আমরা আশা করি।

—এমারত হোসেন

বই মেলা ও কিছু কথা

বই মেলা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা। এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েই প্রতি বছর বাংলা একাডেমী বই মেলার আয়োজন করে থাকে। বই মেলায় বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশক ও প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিয়ে থাকে। গত বছরের বই মেলা নানা কারণে আলোচিত ছিল। বই বেলায় ১৫৩টি স্টল, ১০৩টি প্রকাশনা ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। গত ১৪ বছরের ভেতরে গেল বার মেলায় সর্বাধিক বইয়ের স্টল ছিল। এই মেলা ২২ দিনব্যাপী চলেছিল। বই মেলায় ৪/৫ লক্ষ টাকার বই চুরি হয়েছিল বলে মেলায় আগত প্রকাশকরা অভিযোগ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এই সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সব মেলাতেই চুরি/ছিনতাইয়ের খবর মেলে। কিন্তু অন্য সব মেলা থেকে বই মেলা স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে। যারা বই পড়েন, কেননা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশেই বই মেলা জমে উঠে। অথচ বই মেলায় চুরি/ছিনতাইয়ের ঘটনা বিরূপ ঠেকে বৈকি!

বই মেলায় ২৮ ফেব্রুয়ারী সবচেয়ে ন্যাকারজনক ঘটনা ঘটে। এই দিনে বই ছিনতাইকারীরা মেলায় সশস্ত্র হামলা চালায়। এদের বাধা দিতে গিয়ে জনৈক বিশিষ্ট প্রকাশক যুবকদের দ্বারা দারুণভাবে লাঞ্ছিত হন। ফলে, এই ঘটনার প্রতিবাদে মেলার শেষের দিন সকল স্টল বন্ধ ছিল।

বই মেলা এবারও দ্বারস্থ। গোটা কয়েক সন্ত্রাসবাদীর দাপটে বই মেলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোক এটা কারো কাম্য হতে পারে না। বই মলা আমাদের সংস্কৃতির চেতনা ও ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। তাই মেলার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য মেলা কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে নতুবা মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য এবারও ব্যাহত হবে।

—মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।